

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধানেঃ

উস্তাদ-আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছরার ইউনুছ আবরার আফনান

রোলঃ ২২৭০২০১২৬

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ২০২৪

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মৃত্যুর প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন
দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক
রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ-আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আছরার ইউনুছ আবরার আফনান

রোলঃ ২২৭০২০১২৬

তারিখঃ ৩০ নভেম্বর, ২০২৪

Islamic Online Madrasah-IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মৃত্যুর প্রস্তুতি" বিষয়ক থিসিস টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আছরার ইউনুছ আবরার আফনান, রোলঃ ২২৭০২০১২৬। বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

তত্ত্বাবধানেঃ

উস্তাদ-আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা- আইওএম

এক্সট্রানালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মৃত্যুর প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচনা করেননি।

Amar
30.11.24

আছরার ইউনুছ আবরার আফনান

তারিখঃ
৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

রোলঃ ২২৭০২০১২৬
ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	৬
সময়ের সৎ ব্যবহার	৮
অবসর এবং ব্যস্ততা যখন নিয়ামত.....	১০
সবর.....	১৩
পথনির্দেশক আল-কোরআন	১৫
মৃত্যুর প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন?.....	১৮
সময় থাকতে মূল্যায়ন	২২
মৃত্যুকে ভালোবাসা	২৭
ঠিকানাঘর	৩০
একটি হাদিস	৩৪
উপসংহার	৩৭
রেফারেন্স	৩৮

মৃত্যুর প্রস্তুতি

ভূমিকা

মৃত্যু মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় কারণ মৃত্যুর মাধ্যমেই দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে আসল জীবন শুরু হয় এবং রবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। দুনিয়ার জীবন মিছে বৈ কিছু নয় রবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমেই শুরু হয় জীবন জ্ঞান এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুর মাধ্যমে আপাত দৃষ্টিতে মৃত্যুকে জীবনের শেষ পর্যায় মনে হলেও মৃত্যু হলো মূল জীবন শুরুর প্রথম অধ্যায়। নতুন একটি জীবন শুরু করতে যেমন সব গুছিয়ে নিতে হয়, তেমনি মৃত্যুর জন্য ও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। পরবর্তী জীবন রবের দিদার লাভ এবং জান্নাতময় করে তোলার জন্য প্রতিনিয়ত যে প্রস্তুতি গ্রহণ করছি আমরা, একেই বলে মৃত্যুর প্রস্তুতি।

‘দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত থাকা’ কখনোই মৃত্যুর প্রস্তুতির সংজ্ঞা হতে পারে না। আল্লাহ বলেছেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِ

মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (১)

উক্ত আয়াত হতে উপলব্ধি করা যায়, নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী, এসব হলো দুনিয়ার মোহগ্রস্ত বস্তু। এসব বস্তু দিয়ে যেমন দুনিয়ার জীবন উপভোগ করা যায়, তেমনি আখিরাতও কামাই করা যাবে যদি নিয়ত পরিশুদ্ধ থাকে এবং যদি সেটা রবের সন্তুষ্টির হয়।

যেমন ধরুন, নারী হতে পারে তিনি মা; তাহলে মায়ের হকগুলো পূরণ করে, তাঁর সাথে সদা সৎ ব্যবহার করে, তাঁর কথা মান্য করে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় মা যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তবেই তিনি দু-হাত তোলে রবের দরবারে তাঁর সন্তানের জন্য দোয়া করবেন। মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য তবে দোয়ার ভান্ডার জমা হলো এবং এক প্রকার প্রস্তুতি হয়েই গেলো একেই বলা যায়, মৃত্যুর জন্য একটি ভালো প্রস্তুতি যদি নারীটি হয় বোন; তাহলে বোনের হক আদায়ের

মাধ্যমে নারী যদি হয় নিজ স্ত্রী তাহলে তার পরিপূর্ণ হক আদায় করে,যেমন-যথাযথ মোহরানা আদায়, প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার মাধ্যমে। নারী যদি হয় আপন কন্যা সন্তান, তাকে সুন্দররূপে লালন-পালনের মাধ্যমে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, হজরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দু’টি কন্যাকে তারা সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, কেয়ামতের দিন আমি এবং সে এ দু’টি আঙ্গুলের মতো পাশাপাশি আসবো (অতঃপর তিনি তার আঙ্গুলগুলি মিলিত করে দেখালেন)’।(২)

উক্ত হাদিস দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, কন্যা সন্তানকে লালন-পালনের মাধ্যমেও নবীজি হযরত মুহাম্মদ সা.এর পাশাপাশি সান্নিধ্য পাওয়া যাবে;দুনিয়ার জীবনে এর থেকে আনন্দময় এবং সহজ প্রস্তুতি বোধ্য আর হতে পারে না।

সন্তান-সন্ততিদের সঠিক তরবিয়েতে বড় করা,লালন-পালন করা এবং এমন ভাবে গড়ে তোলা যেন তারাও আল্লাহর দিদার লাভ করতে পারে আমাদের এমন সন্তান-সন্ততিরাই সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে থেকে যাবে আমাদের মৃত্যুর পরও সন্তানদের সঠিক তরবিয়েতে গড়ে তোলাও মৃত্যুর জন্য বেশ ভালো প্রস্তুতি তারপর সোনা-রূপা-খেত খামারের বস্তু এসব হতে দান-সদকা করা,যাকাত দেওয়ার মাধ্যমেও মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়া যায় কারণ এখন যা ব্যয় করব আমরা,তা পুরস্কার সরূপ আখিরাতের জন্য তার বহুগুণে জমা হতে থাকবে আল্লাহ বলেছেন,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মত, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে।(৩)

সুতরাং, সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে আমরা আখিরাতের পুজি ভারী করে মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি।

মৃত্যুর প্রস্তুতি মানে দাফন-কাফন কিংবা কবর তৈরি নয় এসব কিছু আয়োজন মাত্র।

সময়ের সৎ ব্যবহার

মৃত্যুর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট। সময়ের যথাযথ ব্যবহারই মানুষকে পৌঁছে দিতে পারে সর্বোচ্চে সময়ের মর্যাদা কেমন তা বুঝানোর জন্য আল্লাহ সময়ের কসম করেছেন।

আল্লাহ তা'লা সময় সম্পর্কে সূরা আসরে বলেছেন,

وَالْعَصْرِ . إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ

কসম যুগের (সময়ের), নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের (৪)

মানুষ সবচেয়ে বেশি গাফেল সময়ের ব্যাপারে কারণ সময় দোখা যায় না; এটি দৃশ্যমান কোনো বস্তু নয় তবে অনুভব করা শুধুমাত্র তারাই অনুভব করতে পারে, যারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করে যারা অনুভব করতে পারে না, তারাই বলে, এইতো মনে হচ্ছে গত কাল কাজটি করেছিলাম কিন্তু আসলে কাজটি গতকাল না, গত মাসেই করা হয়েছিলো আসলে এটি সময়ের বারকাহ না পাওয়ার ফল সময়ের বারকাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ামত মৃত্যুর পূর্বে এজন্য আল্লাহর থেকে এ বারকাহ চেয়ে নিতে হয় প্রতিনিয়ত দোয়ার মাধ্যমে। তবে আল্লাহ তা'লা তাদেরকেই ক্ষতিগ্রস্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না আল্লাহ তা'লার প্রতি, নবী রাসূলগণের প্রতি, বিচারদিবসের প্রতি তারাও ক্ষতিগ্রস্ত যারা সত্যের ও সবরের তাগিদ দেয়না জেনে শুনে সত্য গোপন করা মারাত্মক একটি ব্যাধি। তবে বর্তমান দুনিয়ার চাকচিক্যের মত্ত হয়ে মানুষ সত্যকে সত্য বলতে ভয় পায় কিংবা লোভ-লালসায় পড়ে সত্যকে গোপন করে দেখা যায়, সত্যকে গোপন করার কারণে পাশের একটি মানুষ ধর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে কিংবা বিনাদোষে নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পেয়ে যাচ্ছে আর অন্যদিকে অপরাধী মুক্তি পেয়ে অপরাধের মাত্রা বাড়াচ্ছে দিন দিন। আবার অনেক মানুষের অনুশোচনা এমন সময় আসে, যখন আসলে কিছুই করার থাকে না যেমন-বিচারবিভাগ থেকে রায় হলো একটি মানুষের চুরির অপরাধে হাত কেটে ফেলা হবে যদিও এটি ইসলামিক আইন, দেশে নাই বললেই চলে আচ্ছা তার চুরির প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী আনা হলো চারজনই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল; কেউ একজন তাদের অর্থের লোভ দেখালো বলে কেউ এতটুকুও ভয় করলো না যে তাদেরও একদিন বিচার হবে মিথ্যা সাক্ষ্য

দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদেরও মৃত্যুর পর পাকড়াও করবেন সাময়িক সময়ের জন্য তারা ভুলে গেলো এটি শুদিকে নিরপরাধ মানুষটিকে চুরির মিথ্যা অপবাদ দিয়ে হাত কেটে ফেলা হলো এ যন্ত্রণা শুধু মানুষটিই বুঝবে একটি হাত না থাকার কি আক্ষেপ, যে হাতে সে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধে, যে হাতে সে মোনাজাত করে, যে হাতে পরিবারের জন্য যোগানের ব্যবস্থা করে অন্যদিকে চারজন সাক্ষ্য দাতা মিথিলার সাক্ষ্য দিয়েই খালাস কয়েকমাস চার সাক্ষ্যদাতা থেকে একজনের মনে কুহু ডাকতে লাগলো মনে হতে লাগলো, কয়েকমাসে সে যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, তার এটা উচিত হয় নি। নিজের ভুল বুঝতে পারলো মানুষটির কাছে ক্ষমা চাইতে গেলো হয়তো মানুষটি ক্ষমা নাও করতে পারে আচ্ছা যদি ক্ষমা করেও দেয়, তাহলে কি সে তার হাত ফিরে পাবে? কখনো তো তা সম্ভব নয় সেই সাক্ষ্যদাতা তো দুটি

ভুল একসাথে করেছেন। এক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন সত্যকে গোপন করে, দুই সময়ের কাজ সময়ে করেন নি (অর্থাৎ তিনি সত্য সাক্ষ্য দিয়ে বাকি তিনজন সাক্ষ্যদাতাকে সত্যের দিকে আহ্বান করে তিনি একজন নিরপরাধ মানুষকে বাঁচাতে পারতেন) তবে এই হলো কি মৃত্যুর প্রস্তুতি? সমান্য লোভ-লালসার কারণে অন্যের ক্ষতি করে নিজের জাহান্নামে যাওয়ার একদাপ আগাম প্রস্তুতি হয়ে গেল না? সময়ের অসৎ ব্যবহারটিই করেছিলেন তিনি।

অবসর এবং ব্যস্ততা যখন নিয়ামত

পৃথিবী যেমন ব্যস্ত নিজ অক্ষে ঘুরতে; পৃথিবীর মানুষগুলো তার থেকেও বেশি ব্যস্ত নিজেদের কাজে কিন্তু কাজটি ভালো নাকি মন্দ, তা যাচাই-বাছাই করার সময় হয়তো তেমন পায় না যদি ব্যস্ততা হয় অগণিত, তাহলে অবসর কখন? অবসর খুঁজতে হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে একটি নিয়মে চলতে হবে। নিয়মবহির্ভূত পৃথিবী ঘুরলে যেমন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে; তেমনি নিয়মহীন জীবনযাপন করলেও কখনো অবসর পাওয়া যাবে। বরং মনে হতে থাকে-ইস! ২৪ ঘণ্টায় একদিন না-হয়ে যদি ৪৮ ঘণ্টায় একদিন হতো! যদি ৪৮ ঘণ্টাও থাকতো, তাহলে সে মানুষটি বলতো ৭২ ঘণ্টায় একদিন হলে বেশ হতো। আসলে কি তাই? দিনক্ষণ তো ফিক্সড। এক সেকেন্ড কমবেও না, বাড়বেও না আমাদের জন্য। এজন্যই হাদিসে এসেছে,

হজরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, সারওয়ায়ে কায়েনাত (সা.) ইরশাদ করেছেন, দুটি নেয়ামত রয়েছে যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকা খায়। তা হলো, সুস্থতা এবং অপরটি অবসর' (৫)

একজন চাকুরিজীবী মানুষ প্রশ্ন করতে পারেন, সারাদিন যদি অফিসে থাকি, রাতে এসে শরীর চলে না আর খেয়ে ঘুমুতে পারলে বাঁচি। পরেরদিন আবার অফিস। এইতে জীবনচক্র অবসর বলতে সাপ্তাহিক ছুটি একদিন সেদিনও পরিবার নিয়ে ঘুরতে বের হলেই তো সময় চলে যায় অবসর কই? স্টুডেন্টরা বলতে পারেন, সারাদিন স্কুল -কলেজ- প্রাইভেট দৌড়াদৌড়ি। সন্ধ্যা হলেই ঘরে ফিরি। আবার রাতে পড়াশোনা। ঘুমানোরও ঠিকমতো সময় পাই না আবার অবসর! আর গৃহীনি মায়েরা বলবেন, সবচেয়ে বেশি আমিই ব্যস্ত সকালে উঠেই বাচ্চাদের খাওয়ানো, স্কুলে রেডি করা, হাসবেন্ডের খাওয়াদাওয়া, আবার দুপুরের খাবার রেডি করা, রাত নামতেই রাতের আয়োজন কত কি আমার আবার অবসর? সবাইকে জিগ্যেস করলে এভাবেই চলতে থাকবে জীবনচক্র। তাহলে অবসর আসবে কিভাবে? আচ্ছা একজন চাকুরিজীবী, গৃহিণী, স্টুডেন্ট; যেই পেশার মানুষই হোক না কেন, তারা কিন্তু তাদের কাজের মধ্যেই মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নিতে পারে যেমন, একজন চাকুরিজীবী বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দোয়া-দরুদ পড়ে নিল রাস্তায় মুখ বন্ধ রাখলেও অন্তর আল্লাহর জিকির দ্বারা ব্যস্ত রাখলো অফিসে গিয়ে তার কাজ যথাযথ ভাবে পালন করলো দায়িত্ব সহকারে কারণ তার সেই হাদিসটি স্মরণে রয়েছে।

ইসমাঈল (রহঃ) .আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জেনে রেখো! তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার, সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এসব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোন ব্যক্তির দাস স্বীয় মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল; সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব জেনে রাখ, প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বাধীন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (৬)

তারপর অফিসের বিভিন্ন মেয়ে কলিগ থেকে নিজের চক্ষু জোড়াকে হেফাজত রাখলো তার আহলিয়ার জন্য কারণ তিনি জানেন সূরা নূরের সেই আয়াতটি,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গর হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছে (৭)

এভাবেই সে আবার বাড়ি ফিরলো সন্তানদের সময় দিলো; আত্মীয় স্বজনের খোঁজ খবর নিল ঘুমানোর আগে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে এবং শোকরিয়া আদায় করে নিয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ে, রাতের আমলসমূহ করে ঘুমিয়ে পড়লো সবার হক আদায় করলো। এমত ব্যস্ততার মাঝে তিনি কেমন মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন! তেমনি একজন স্টুডেন্টও এই রুলস ফলো করতে পারেন বিশেষ করে ফ্রী-মিক্সিং এড়িয়ে যাওয়া, ডিভাইস আসক্ত না হওয়া, পড়াশোনা শুরুর আগে বিসমিল্লাহ পড়া এবং সম্ভব হলে কোরআনের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে নিয়ে তারপর পড়তে বসা এতে মনযোগ এবং স্মরণশক্তি উভয়ই বৃদ্ধি পাবে দ্বীনি সার্কেল গড়ে তোলা, বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে দ্বীন নিয়েই কথা বলা; আর স্মরণে রাখা আল্লাহর সেই আয়াতটি,

‘জালিম সেদিন নিজের দুই হাত দংশন করতে করতে বলবে, হায় দুর্ভাগ্য, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না

করতাম। (৮)

তাই বন্ধু নির্বাচনেও সতর্কতা অবলম্বন জরুরি কারণ বিশেষ করে স্টুডেন্ট লাইফেই মানুষ বন্ধুদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়।

সৎসঙ্গী আর অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ দিয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘সৎসঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ হচ্ছে, আতর বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে কখনও তাদের থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার থেকে সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয়তো তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে। (৯)

নিজের দিনটিকে এভাবেই কাজে লাগিয়ে একজন স্টুডেন্ট প্রস্তুত করে নিতে পারে নিজেকে এ প্রস্তুতি কিসের জন্য? রবের দিদার লাভের জন্য। যার দ্বার হলো মৃত্যু।

একজন গৃহিণীও নিজের দিনকে রবের জন্য সপে দিতে পারেন। যেমন রান্না করে খাওয়ানো পরিবারের প্রতিটি মানুষকে, নিতান্তই সওয়াবের কাজ। শুধু রান্নার আগে এইটুকু নিয়ত করে ফেলা যে, হে আল্লাহ! আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমার পরিবারে এত আয়োজন করছি আমার সন্তান লালন-পালন, স্বামীর হক আদায়, এভাবেই নিজ প্রস্তুতি গ্রহণ করা যায় সারাদিনে সবই সওয়াবের অন্তর্ভুক্ত সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেও অন্তর যেন যুক্ত থাকে রবের সাথে হতে পারে ইস্তেগফার, দরুদ কিংবা জিকির-আজকার।

ইসলাম নারীদের জন্য জান্নাত লাভের পথ একদম সহজ করে দিয়েছে। এক হাদিসে আছে, চারটি আমল করলে আল্লাহ তাআলা তাদের জান্নাতে পৌঁছে দেবেন। যেকোনো দরজা দিয়ে তারা জান্নাতে যেতে পারবে। হাদিসে আছে—

এক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। দুই. রমজানের সিয়াম। তিন. লজ্জাস্থানের হেফাজত। চার. স্বামীর আনুগত্য। এই চারটি আমলের বিনিময়ে জান্নাতের যেকোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। (১০)

এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, অবসর যেমন নিয়মত; ব্যস্ততাকেও কাজে লাগিয়ে আমরা সে নিয়ামতকে উপভোগ করতে পারি নিজেকে প্রতিনিয়ত প্রস্তুত করে নিয়ে। এ প্রস্তুতি রবের সান্নিধ্য লাভের জন্য, এ প্রস্তুতি মৃত্যুর।

সবর

সবর কথাটি আশার পূর্বে হতাশা শব্দটি আসে কারণ যখনই মানুষ হতাশায় ভুগে, তখনই সেখানে সবরের প্রয়োজন হয় হতাশা মূলত শয়তান থেকে আগত এবং সবর প্রদান করেন আল্লাহ তা'লা প্রতিনিয়ত ছোটখাটো ব্যাপার থেকে শুরু করে বড়সড় বিষয় নিয়ে আমরা সারাক্ষণ ভাবতে থাকি কখনো রিজিকের হতাশা, কখনো আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় হতাশা, চাকুরী নিয়ে হতাশা, ব্যবসা নিয়ে হতাশা, পড়াশোনা নিয়ে হতাশা। এভাবে চারিদিকে শুধু হতাশার পাহাড়। আমরা হতাশ না হয়ে সবরের মাধ্যমে আল্লাহ থেকে সাহায্য চাইতে পারি যে সময়টা অহেতুক চিন্তা ভাবনা করে হতাশায় কাটাচ্ছি, সে সময়টাকে বরং নফল সালাতে কনভার্ট করে কাজে লাগাতে পারি। কিংবা কোরআন তিলাওয়াত, জিকিরে সময়টা ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা সাহায্য চাও সবর ও সালাতের মাধ্যমে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন" (সূরা বাকারাহ: ১৫৩)

আল্লাহ তা'লা সমস্ত পথনির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন আল কোরআনে। আমরা এ পথনির্দেশের দিকে না চেয়ে হতাশার দুয়ারে বসে থাকি অথচ দুনিয়ার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। এ সংক্ষিপ্ত সময়টা যদি আমরা হা-হতাশ করে কাটিয়ে দিই, তাহলে পরকালের জন্য কি বা নিয়ে যাবো?

আমরা হতাশা কিভাবে কাটাতে পারি?

এর উত্তর হলো, শোকরিয়া আদায় করে। হ্যাঁ, প্রতিটি পূজানুপূজ্য কাজের জন্য আমরা যদি শোকরিয়া আদায় করি রবের দরবারে এবং বলি 'আলহামদুলিল্লাহ'; তাহলে আমাদেরকে হতাশা ঘিরে ধরবে না। যেমন ধরুন, আজকে সকালে আল্লাহ আপনাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে দিল রুতজন আছে, ঘুম থেকে আর জেগেই উঠলো না। এ ঘুম তার দুনিয়ার জন্য শেষ ঘুম ছিল। ঘুম ভাঙবে হয়তো সাড়ে তিন হাত মাটির ঘরে গিয়ে। আল্লাহ যে আপনাকে জাগিয়ে তুললো; আবার একটি নতুন সকাল দিল, আমল করার জন্য একটি দিন বেশি দিল এবং গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য একটি দিন দান করলো, এ বুঝি বিশাল কিছু নই? এর জন্য শোকরিয়া আদায় করে আমরা বলতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আপনি অযু করলেন। অযু করার জন্য এ পানি কোথা থেকে এলো? কে দান করলেন? আল্লাহ তা'লা। কত জায়গা এখনো এমন আছে, যেখানে পানি সংগ্রহ করতে হেঁটে যেতে হয় মাইলের পর মাইল। অথচ আপনি বাড়ির মধ্যে কল ছাড়লেই পেয়ে যাচ্ছেন। এর জন্য তো অসংখ্য শোকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। তারপর আল্লাহ সালাত আদায় করার তাওফিক দিলেন, সিজদাহ থেকে বঞ্চিত করেন নি। এটি কি শ্রেষ্ঠ একটি নিয়ামত নয়?

নিয়ামত বলতে আমরা বুঝি শুধু বাড়ি,গাড়ি,হোটেলর নামি-দামি খাবার,নামি-দামি ভাসিটিতে পড়াশোনা। আচ্ছা এগুলোর ভীড়ে যে আরো কত নিয়ামত আছে আমরা কি কল্পনা করেছি?যেমন ধরুন-হিদায়াত,সুসাহ্য,সুসন্তান, নেক স্ত্রী এবং নেককার স্বামী, অবসর, সময়ের বারাকাহ ইত্যাদি। এভাবে হিসেব কষতে বসলে এমন অনেক নিয়ামতই খুঁজে পাওয়া যাবে যা আমরা নিয়ামত বলেই মনে করি না(আল্লাহ বুঝ দান করুন)। অথচ জীবনের পুরো অংশে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে এসব নিয়ামত।

আল্লাহ বলেছেন, "আর তোমাদের কাছে যে সব নিয়ামত রয়েছে তা তো আল্লাহরই কাছ থেকে; তারপর যখন দুঃখ-দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাকেই ব্যাকুলভাবে ডাক।"(সূরা নাহল:৫৩)

"আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা থেকে তিনি তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছেন পরিধেয় বস্ত্রের; তা তোমাদেরকে তাপ থেকে রক্ষা করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেছেন তোমাদের জন্য বর্মের, তা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে। এভাবেই তিনি তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেছেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর" (সূরা নাহল:৮১)

প্রতিটি সূক্ষ্ম নিয়ামতের জন্য আমরা যদি শোকরিয়া আদায় করি;তাহলে হতাশা নামক শব্দ আমাদের জীবন থেকে বিদায় নিবে হতাশাকে পেছনে ফেলে আমাদের প্রস্তুত হতে হবে আখিরাতের জন্য।

পথনির্দেশক আল-কোরআন

সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আল কুরআন। এটি মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে পথনির্দেশ সরূপ আমরা সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পাই এই মহান পবিত্র গ্রন্থে সালাতের পাশাপাশি কোরআন তিলাওয়াতও অপরিহার্য। আবার শুধু তিলাওয়াত নয়, কোরআন বুঝে পড়াটাও আবশ্যিক। আমরা যদি কোরআনের কথা নাই বা বুঝি, তাহলে কীভাবে জীবনে কাজে লাগবো কোরআনে বলা গাইডলাইনগুলো? পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি কীভাবে নিবো?

আমাদের জীবনকে পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুত করতে হলে আল-কোরআনের কোন বিকল্প নেই।

হজরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনুস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা রা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র ছিল কোরআন। তারপর বলেন, তোমরা কি সূরা মুমিনুন পড়ো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বলেন, পড়ো, তখন আমি পড়লাম,

لَوْ اَعِدَّ لِلزَّكَاةِ هُمْ وَالَّذِينَ مَغْرَضُونَ اللَّغْوِ عَنْهُمْ وَالَّذِينَ خَاشِعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ اَفْلَحَ قَدْ
حَفِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ

‘অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ; যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে; যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে; যারা জাকাত দানে সক্রিয়; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।

তারপর হজরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্র এমনই ছিল। (আখলাকুন নবী)

আরেক হাদিসে আয়েশা (রা.)-কে নবীজির চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, ‘জেনে রাখো! পুরো কোরআনই হলো রাসূল (সা.)-এর চরিত্র। অর্থাৎ তিনি ছিলেন আল-কোরআনের বাস্তব নমুনা। (মুসনাদ আহমদ: ২৫৮১৩)

আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শারীক। মক্কার তিন মুশরিক সরদার। নবীজী যখন রাতে নামাযে দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতেন তারা লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে চলে আসত কুরআন শুনতে। নবীজীর ঘরের বাইরে ঘাপটি মেরে বসে কান পেতে থাকত। সবাই একা একা আসত। কেউ কারো খবর জানত না। ভাবত—আমি একাই শুনতে এসেছি।

এভাবে সারা রাত তন্ময় হয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনত তারা।

একবারের ঘটনা। এভাবে তারা সারারাত কুরআন তিলাওয়াত শুনল। যখন ভোর ঘনিয়ে এল। চারিদিক ফর্সা হতে আরম্ভ করল। তড়িৎ ঘর পানে ছুট দিল। কিন্তু পথে তিনজন একে অপরের মুখোমুখি হয়ে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থা। ধরা খেয়ে গেল সবাই সবার কাছে—তিন জনই একই অপরাধের অপরাধী! দিনভর যেই কুরআনের বিরোধিতায় যারা জোর প্রচারণা চালায় তারাই কিনা রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর অন্তরালে এভাবে কুরআন শুনতে আড়ি পেতে বসে! সাধারণ জনতা ব্যাপারটা টের পেলে তো কুরআনের প্রতি তারা আরো ধাবিত হয়ে পড়বে! জনগণকে যেভাবে তারা ভুলভাল বুঝিয়ে কুরআনের সংস্পর্শ থেকে নিবৃত্ত রাখতে চাইছে—তা মাঠে মারা পড়বে। না না এরকম আর আসা যাবে না—তারা প্রতিজ্ঞা করল। নিজেরাই নিজেদের ভৎসনা করে ঘরে ফিরে গেল।

দিন গড়িয়ে ফের রাত এল। চারিদিকে অন্ধকার ছেয়ে গেল। সবাই সবার জায়গা থেকে চিন্তা করল, কাল যেহেতু সবাই ধরা পড়ে গিয়েছে তাই আজ তিলাওয়াত শুনতে কেউ যাবে না। আমি একা গিয়ে কিছুক্ষণ শুনে আসি। এভাবে তিনজনই একই চিন্তা নিয়ে প্রতিজ্ঞা ভেঙে চলে গেল কুরআন শুনতে। ভোরের আলো ফুটেই একে অপরের হাতে আবার ধরা পড়ল। আবার আগের দিনের মতো নিজেদের ভৎসনা করে যে যার মতো ঘরে চলে গেল। ওয়াদা করল, আর আসবে না।

তৃতীয় রাত। প্রথম ও দ্বিতীয় রাতের মতো কেউ বিছানায় থাকতে পারল না। অন্ধকার নেমে এলে আজও তারা লুকিয়ে লুকিয়ে চলে গেল কুরআন শুনতে। বরাবরের মতো দেখা হয়ে গেল তিনজনের। এখন তারা শক্ত হল। বলল, আমরা মজবুত প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ না হলে হবে না। এভাবে তারা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ঘরে ফিরল।

(দ্রষ্টব্য : সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩১৫; দালায়েলুন নুবুওয়াহ, বাইহাকী ২/২০৬; তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৭৭)

মক্কার কাফেররা পর্যন্ত কোরআন তিলাওয়াতের প্রতি মুগ্ধ হত। আমরা মুসলিম হয়েও হয়তো নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াতের সুযোগ হয় না। ঘুক শেলফে সবার উপরে কোরআন রাখা আছে ঠিক, তবে তার উপর ধুলো জমে গিয়েছে। একটু খোলার সময় না আমাদের ব্যস্ততা, আমাদের এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে আল্লাহর হুকুম-আহকামও ভুলে যায় যে রব সময়কে সৃষ্টি করেছেন, সে রবকেই আমরা সময়ের ব্যস্ততা দেখাই। এত নাফরমান বান্দা আমরা! আল্লাহ মাফ করুন সময় থাকতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়ার তাওফিক দিন।

মৃত্যুর প্রস্তুতি কিভাবে নেবেন?

'ঘর আছে দরজা নেই, মানুষ আছে শব্দ নেই। এটা কি? এর জন্য আমাদের কি প্রস্তুতি? আমরা কি সবাই এর অধিবাসী নই?

আসুন, এ অমোঘ সত্য কবরের আগের অবস্থাটা একটু পর্যালোচনা করে দেখি। কবরের আগের অবস্থাকে বাসর ঘরের সাথে তুলনা করা যায়।

বিয়ের কিছু আগে বর সুন্দর করে সাবান মেখে স্বেচ্ছায় গোসল করে। তারপর সুন্দর পোশাকে সাজে ও শরীরে সুগন্ধি মাখায়। এরপর বাসর ঘরের পালা। সুন্দর বিছানা, খাট পালং ও অন্যান্য ডেকোরেশন। সেই রাতের অনুভূতি হচ্ছে, হে রাত! দীর্ঘ হও, হে নিদ্রা! দূর হও, হে ভোর! উদয় হয়ো না!

পক্ষান্তরে চিরনিদ্রার ঘর কবরে যাওয়ার আগেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য গোসল প্রয়োজন। কিন্তু সে গোসল স্বেচ্ছায় নয় অন্যকে দিতে হচ্ছে। এ সময় তাকে উলঙ্গ করা হচ্ছে। কিন্তু বাধা দিতে পারছে না। জীবিত অবস্থায় কেউ তা করতে পারতো না। হায়, কত অসহায়! গোসলের পর সুন্দর পোশাকের বাহাদুরী নেই। সাদা কাফন পরতে হচ্ছে। সুগন্ধি মাখানো হচ্ছে, কিন্তু ঘ্রাণ নেয়ার অনুভূতি নেই এবং অন্যরা তা উপভোগ করছে। মূল্যবান সুন্দর খাট পালং নয় বরং সাদামাটা কাঠের খাটিয়ায় গুতে হচ্ছে, প্রিয়তমার কাছে ইচ্ছাকৃত যাওয়ার উল্লাস নেই। অন্যরা কাঁধে করে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। কোথায় বালিশ, তোষক ও বিছানা-চাদরের বাহাদুরী? কাদা মাটির বিছানায় চিরনিদ্রার জন্য গুইয়ে দেয়া হচ্ছে। বরং বেরং-এর আলো তো দূরের কথা, বরং মাটি দিয়ে সেই আলো বন্ধ করে দিয়ে চির অন্ধকারের পর্দা টেনে দেয়া হচ্ছে। বেরং হওয়ার কোনো দরজা নেই, চিরদিনের জন্য সেই দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

'ঘর আছে সত্য, দরজা নেই; মানুষ আছে সত্য, শব্দ নেই।

এ অন্ধকার পুরীতে, আর কোনো সাথী নেই। একমাত্র আল্লাহর রহমত, ক্ষমা ও মুক্তিই সত্যিকার সাথী। আর তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে নেক আমল। যার নেক আমল বেশি তার কোনো চিন্তা নেই। একথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন:

"যারা আল্লাহর প্রিয় বন্ধু, তাদের কোনো ভয়-ভীতি ও পেরেশানী নেই।"-সূরা ইউনুস: ৬২

আসুন, আমরা সবাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেই এবং সবাই সবাইকে মৃত্যুর যা স্মরণ করিয়ে দেই।

জাবের (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেন:

প্রত্যেক বান্দাকে পুনরুত্থিত করা হবে যেমন সে মারা গেছে।

'প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে'-মুসলিম

মৃত্যুর প্রস্তুতির জন্য ঈমান, ইসলাম, তাকওয়া ও ইহসানের অনুসরণ রতে হবে। এগুলোর জন্য দীনি জ্ঞানের চর্চা শুরু করুন। সর্বোত্তম দীনি জ্ঞান এর মাধ্যম হলো কুরআন এবং সুন্নাহ। কুরআনের বাংলা তাফসীর পড়ুন, দ আরবী না জানেন। এভাবে একবার পুরো কুরআন বুঝে শেষ করুন। নুরুপভাবে কমপক্ষে একটি হাদীসের কিতাব বুঝে শেষ করুন। তাহলে নর সকল অন্ধকার ও ধাঁধা দূর হয়ে যাবে। কেননা, হেদায়াতের সর্বোৎকৃষ্ট ধ্যম হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। তারপর নিজের জীবনে কুরআন হাদীসের দেশ-নিষেধ বাস্তবায়ন করুন। নিজের ঘরে তাফসীর, হাদীস ও ইসলামী। এর একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করুন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরকেও কই সিলেবাস অনুসরণ করতে বলুন। নেক সন্তান তৈরিতে এটা সহায়ক মতি। ইসলামী পরিবেশে থাকুন এবং অনৈসলামী পরিবেশ থেকে দূরে কুন। ফাসেক-ফাজের ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করুন এবং ইকামতে দীন বা দীন তষ্ঠার প্রচেষ্টায় অংশ নিন। সমাজে ইসলাম কায়েম না থাকলে কারোর পক্ষে ত্যকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই নিজের ঈমান ও বরের স্বার্থে বড় ফরয আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টায় অংশ নিন এবং হাদের পতাকা তুলে ধরুন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও ঙ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র দীন কায়েম করে তার সুশীতল ছায়ায় জীবন যাপনের ষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

স্মরণ রাখবেন যে, সবাইকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। আমাদের চত পরকালের যিন্দেগীর জন্য আমরা কতটুকু পুঁজি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছি। বিবেচনা করা। খালি হাতে কবরে গিয়ে দুঃখ ছাড়া সুখের আশা করে ভ নেই। আমাদের ভোলা মনকে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহর দীনের দাওয়াত ও তাবলীগ করুন এবং ইকামতে দীন বা দীন প্রতষ্ঠার প্রচেষ্টায় অংশ নিন। সমাজে ইসলাম কায়েম না থাকলে কারোর পক্ষে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। তাই নিজের ঈমান ও আমলের স্বার্থে বড় ফরয আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টায় অংশ নিন এবং জিহাদের পতাকা তুলে ধরুন। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র দীন কায়েম করে তার সুশীতল ছায়ায় জীবন যাপনের চেষ্টা করা অত্যন্ত জরুরী।

স্মরণ রাখবেন যে, সবাইকে নিজের কৃতকর্মের হিসেব দিতে হবে। আমাদের পরকালের যিন্দেগীর জন্য আমরা কতটুকু পুঁজি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেছি তা বিবেচনা করা। খালি হাতে কবরে গিয়ে দুঃখ ছাড়া সুখের আশা করে লাভ নেই। আমাদের ভোলা মনকে সতর্ক করে দিয়ে

আল্লাহ বলেছেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করে তার আদেশ-নিষেধ মেনে চল। তোমাদের প্রত্যেক আত্মার ভেবে দেখা দরকার যে, আগামী কালকের (পরকালের) জন্য তোমরা অগ্রিম কি সম্বল সংগ্রহ করেছ। আল্লাহকে ভয় করে তার বিধি-নিষেধ মেনে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজ ও আমল সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল।" - সূরা আল হাশর: ১৮

এখানে পরকালের অগ্রিম সম্বল সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ আগে পিছে, দুবার তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ তাকওয়া আর্জিত হলে সম্বল পরিপক্ব ও যথার্থ হবে। তাই আসুন আমরা তাকওয়ার মূল অর্থ আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে সম্বল সঞ্চয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করি।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: "مُؤَدَّعِ صَلَاةٍ صَلَّى" শেষ নামাযের মতবিদায়ী নামায পড়।" এ হাদীসের মর্মানুযায়ী মু'মিন ব্যক্তি পরবর্তী নামাযের সুযোগ নাও পেতে পারে এবং এর আগেই তার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাই যে কোনো নামাযকে জীবনের শেষ নামায হিসেবে গভীর মনোযোগ ও এখলাস সহকারে আদায় করা দরকার।

আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) এন্তেনজা করার পর (নিকটে পানি থাকা সত্ত্বেও) আগে তায়াম্মুম করতেন, পরে ওযু করতেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পানি আপনার কাছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমি জানি না, আমি পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) শিক্ষা দিয়েছেন যে, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই। যে কোনো সময় মৃত্যু আসতে পারে। তাই পেশাব-পায়খানা করার পর অদূরে পানি পর্যন্ত পৌঁছার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

হযরত ওসমান (রা) কোনো কবরের সামনে দাঁড়ালে চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজিয়ে ফেলতেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, বেহেশত ও দোযখের উল্লেখ হলে আপনি এত কাঁদেন না, অথচ এ কবর দেখে আপনি কাঁদেন? তখন তিনি উত্তরে বলেন, কবর হচ্ছে পরকালের প্রথম মনযিল। কবরবাসী এখানে মুক্তি পেলে এর পরবর্তী সকল মনযিল হবে তার জন্য আসান।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন:

- النَّارُ حُفْرٌ مِّنْ حُفْرَةٍ أَوْ الْجَنَّةُ رِيَاضٌ مِّنْ رَّوَضَةٍ الْقَبْرِ

"কবর হয় বেহেশতের একটি বাগান কিংবা দোযখের একট গর্ত হবে।"

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় কবর সুখের হলে এরপর চিরসুখ আর কবর দুঃখের হলে এরপর দুঃখ শুরু হবে।

মোহাম্মদ বিন নাফে' বলেন, কবি আবু নাওয়াস আমার বন্ধু ছিল। তার মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ তোমার সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি বলেন, বালিশের নীচে রাখা কয়েক লাইন কবিতার উসিলায় আমাকে মার্ফ করে দিয়েছেন। আমি তার ঘরে গিয়ে বালিশের নীচে ৪ লাইন কবিতার একটি কাগজ পাই। তাহলো:

১. 'হে প্রভু! যদি আধিক্যের কারণে আমার গুনাহ বিরাট হয়ে থাকে, তবুও আমি জানি, আপনার ক্ষমা আরো বিরাট ও মহান।

২. যদি নেককার ছাড়া আপনার কাছে কারো আশার স্থান না থাকে, তাহলে, অপরাধী-গুনাহগার কাকে ডাকবে ও কার আশা করবে?

৩. হে প্রভু! আপনার হুকুম মতো আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে ডাকছি, আপনি আমার দু' হাত খালি ফেরত দিলে কে আছে, যে রহম করবে?

৪. আপনার কাছে আশা ও সুন্দর ক্ষমা ছাড়া আমার আর কোনো উসিলা নেই, এবং এরপরে আমি একজন মুসলিম।

(বই:ভালো মৃত্যুর উপার;লেখক:এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম)

সময় থাকতে মূল্যায়ন

সময় থাকতে পাঁচটি জিনিসের মূল্যায়ন করতে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। এটি মুসলিম উম্মার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নসিহত এবং বিশেষ অসিয়ত। যেন উম্মতের প্রতিটি সদস্য সৌভাগ্যবান, সফল ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর জীবন লাভ করতে পারে। সেই হাদিসটি কী?

হজরত আমর ইবনু মায়মুন আল আওদি রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বললেন: পাঁচ জিনিসের আগে পাঁচ জিনিসকে মূল্যায়ন করো। তাহলো-

১. যৌবনকে মূল্যায়ন করো বার্ধক্যের আগে।
২. সুস্থতাকে মূল্যায়ন করো অসুস্থ হওয়ার আগে।
৩. স্বচ্ছলতাকে মূল্যায়ন করো দারিদ্র্যতা আসার আগে।
৪. অবসরকে মূল্যায়ন করো ব্যস্ততার আগে।
৫. জীবনকে মূল্যায়ন করো মৃত্যু আসার আগে (১১)

কী বলা হয়েছে হাদিসটিতে?

১. شَبَابُكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ‘বার্ধক্য আসার আগেই যৌবনকে গুরুত্ব দাও’ বার্ধক্যের আগে যৌবনকালকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। মানব জীবনের তিনটি কালের মধ্যে যৌবনকাল নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে একজন মানুষের যৌবন হচ্ছে তার সব কাজ-কর্মের তৎপরতার উৎস। যৌবনের ইবাদতও মহান আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ।

হাদিসে এসেছে-নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যৌবনকাল ইবাদতে কাটানো যুবক সেই সাত ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাদেরকে মহান আল্লাহ কেয়ামতের কঠিন অবস্থায় তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দান করবেন আর সেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না।(১২)

২. وَصِحَّتْكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ‘অসুস্থতার আগেই সুস্থতাকে গুরুত্ব দাও’ প্রতিটি সুস্থ মূহর্তকে পরিপূর্ণভাবে সদ্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। সুস্থতা মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তাআলার এক অপার মহিমা বিশাল নেয়ামত। সুস্থ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর ইবাদত করার যে সামর্থ্য রাখে অসুস্থ হলে তার আর সামর্থ্য থাকেনা। কারণ মানুষের শরীর একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ। তাই এ যন্ত্রের একটু ব্যতিক্রম হলেই শরীরে নানা ধরনের বাহ্যিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তার নাম অসুস্থতা। সুস্থতা আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত। মানুষ সুস্থ থাকলে সবকিছু করতে পারে কিন্তু অসুস্থ হয়ে গেলে আর কোনো কাজ করতে পারে না। তাই যখন সে সুস্থ থাকে তখন তাকে নেয়ামত মনে করে ইবাদতে মশগুল হওয়া প্রয়োজন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-‘যে ব্যক্তি তার দিনটি পারিবারিক নিরাপত্তাবোধ ও সুস্থতার মধ্য দিয়ে শুরু করতে পারলো এবং নিজের দিনটিকে কাজে লাগাতে পারলো সে যেন সমগ্র দুনিয়া অধিকার করলো।(১৩)

৩. وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ‘দারিদ্রতার আগেই স্বচ্ছলতাকে গুরুত্ব দাও’ অভাব অফুরন্ত। মানুষের একটি অভাব পূরণ হলে আরেকটি এসে হাজির হয়। এজন্য সে মনে করে আর একটু স্বচ্ছল হলে ভালো কাজটি করব। কিন্তু সে জানে না বর্তমানের চেয়ে সে আরো দরিদ্র হয়ে যেতে পারে। মানব দেহে যেমন যে কোন সময় অসুস্থতা আসতে পারে, ঠিক তেমনি যে কোন সময় মানব জীবনে দারিদ্রতাও এসে যেতে পারে। কারণ স্বচ্ছলতা এবং অস্বচ্ছলতা এর কোনটাই মানুষের নিয়ন্ত্রণে নেই। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। মহান আল্লাহ বলেন- **إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا** ‘নিশ্চয় তোমার রব যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযিক বাড়িয়ে দেন। যাকে ইচ্ছা করেন তার রিযিক সংকীর্ণ করে দেন। তিনি অবশ্যই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত, পূর্ণ দ্রষ্টা। (১৪)

8. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَعْنِكَ ‘ব্যস্ততা আসার আগেই অবসরকে গুরুত্ব দাও’ হাদিসের এ অংশে অবসরকে গুরুত্ব দিতে বলা হয়েছে। ইসলামে অলস সময় কাটানোকে সম্পূর্ণভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে ব্যস্ততা ও অবসর দুটোই বান্দাহর জন্য নেয়ামত। ব্যস্ততা এজন্য নেয়ামত যে, ব্যস্ততা মানুষের অনেক অন্যায ও বেহুদা কাজ থেকে বিরত রাখে। আর অবসর এই অর্থে নিয়ামত যে, সে এই অবসরে অনেক ভালো কাজ সম্পন্ন করে নেকী লাভ করতে পারেন।

৫. وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ ‘মৃত্যু আসার আগেই জীবনকে গুরুত্ব দাও’ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই মানুষের জীবন শুরু হয় এবং মৃত্যুর মাধ্যমে তার জীবনের অবসান ঘটে। তবে পৃথিবী নামক এই গ্রহে কার অবস্থান কতটুকু সময় তা মানুষ কেউ বলতে পারবে না। কারণ জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। কে কখন কীভাবে মৃত্যু বরণ করবে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন- قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ -فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ‘বল যে মৃত্যু হতে তোমরা পলায়ন করছ তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে (১৫)

তাই এখনই মৃত্যু এসে যেতে পারে এই চিন্তা করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোই হচ্ছে মুমিন জীবনের প্রধানতম কাজ। মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে এ হাদিসের গুরুত্ব ও মর্যাদা উপলব্ধি করে কাজে পরিণত করার তাওফিক দান করুন।

মুমিনের ঘুম

মুমিনের ঘুম, ঘুমন্ত এক সওয়াব যে ঘুমও হয়ে উঠতে পারে সদকা সৰূপ। যারা নিয়মিত নফল আমল করপ, এ মর্যাদা তাদের জন্যই আর সবচেয়ে নিকটতর নফল আমল হলো

তাহাজ্জুদ। যারা রাতের নিয়মিত তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয় এবং তারা যদি কোনো কারণে রাতে নফল বা তাহাজ্জুদ আদায় করতে না পারেন তাহলে হাদিস মতে তাদের ঘুমে রয়েছে সওয়াব ও সাদকা।

হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে কিছু (নফল) নামাজ পড়ায় অভ্যস্ত হয়। আর কোনো রাতে যদি তার ঘুম প্রবল হয়ে যায় এবং নামাজ পড়তে না পারে তবে সে ব্যক্তির ঘুম তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সদকাস্বরূপ হবে এবং আল্লাহ তার জন্য নামাজের সওয়াব লিখে দেবেন। (১৬)

যদি নিয়মিত আমরা নফল সালাত আদায় করতে নাও পারি, তবু আমলনামায় লেখা হবে সওয়াব আল্লাহর ইচ্ছেতেই। এজন্য বান্দাকেও নামাজের নিয়ত মনে পেষণ করে তারপর ঘুমোতে যেতে হবে এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে হবে, আল্লাহ যেন আমায় তাহাজ্জুদে জাগিয়ে দেন তাহাজ্জুদের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনি নিদ্রা থেকে উঠে রাত্রির কিয়দংশ থাকতে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ুন, ইহা কেবলমাত্র আপনারই জন্যে অতিরিক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত এরই বিনিময়ে আপনার প্রভু পরওয়ারদিগারে আলম আপনাকে প্রশংসিত স্থান দান করবেন। (১৭)

হে চাদরাচ্ছাদিত মুহাম্মদ! রাত্রির অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে আমার উপাসনা করুন। (যদি তাতে সমর্থ না হন তবে) রাত্রির অর্ধাংশ অথবা কিছু বেশি বা কম সময় দাঁড়িয়ে নামাজে ধীরে ধীরে সুমিষ্ট সুরে মহাগ্রন্থ কুরআন তিলাওয়াত করুন। অর্থাৎ রাত্রির কিয়দংশ সময় দাঁড়িয়ে মহাগ্রন্থ কুরআন পাঠের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করুন। (১৮)

শুধুমাত্র তাহাজ্জুদই নয়, আমরা আমাদের এ ঘুমন্ত সময়কে কাজে লাগাতে পারি কোরআন তিলাওয়াতে এবং জিকির-
আজকারে, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনায় ইস্তেগফারে।

হযরত আবু হোরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তখন
স্বয়ং আমাদের প্রভু পরওয়ার দেগার দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলতে থাকেন, ওগো! কে আছ,
যে (এ সময়) আমাকে ডাকবে! আমি তার ডাকে সাড়া দিব। ওগো! কে আছ, যে আমার কাছে কিছু চাবে, আমি তাকে
তা দিয়ে দিব। ওগো! কে আছ, যে এ সময় আমার কাছে গুণাহ হতে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (১৯)

মৃত্যুকে ভালোবাসা

মৃত্যুকে অপছন্দ করা এক জিনিস আর আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা অন্য জিনিস।

বুঝারী শরীফে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী (সা) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! মৃত্যুর প্রতি সবাইই অনীহা আছে, আমরা সবাই মৃত্যুকে অপছন্দ করি। তিনি বললেন, বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু মু'মিন যখন মৃত্যুর মুহূর্তে আসে, সুখবর ও সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন সে আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে এবং আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। পক্ষান্তরে কাফিরকে আল্লাহর আযাব ও শাস্তির দুঃসংবাদ দেওয়া হলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতকে অপছন্দ করে। তখন আল্লাহ তার সাথে সাক্ষাত অপসন্দ করেন।

আর ওবায়দুল কালেম বিন সালাম ও হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, মৃত্যুর প্রতি অনীহা ও কর্মের মনোভাব পোষণ করে কেউ মুক্ত নয়। কিন্তু আমার মতে, দুনিয়ার নিকৃষ্ট জীবন অতিবাহিত ও অধিক নৈতিক অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

أُولَٰئِكَ غَافِلُونَ آيَاتِنَا عَنْهُمْ وَالَّذِينَ بِهَا وَاطْمَأْنَنُوا الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَرَضُوا لِقَاءَنَا يَرْجُونَ لَا الَّذِينَ إِنَّ "يَكْسِبُونَ كَانُوا بِمَا النَّارُ" (سُورَةُ الْاِنْفُسِ, آيَات: ٩-١٠)

"যারা আমাদের সাক্ষাত প্রত্যাশা করে না, বরং তারা দুনিয়ার জীবনের প্রতি সম্ভ্রষ্ট ও প্রশান্ত এবং যারা আমার আয়াতসমূহ সম্পর্কে বেখবর, এমন লোকদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম সে সবার বিনিময় হিসেবে, যা তারা অর্জন করেছে।"

ইমাম খান্নাবী বলেছেন, আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য বান্দার আগ্রহ ও ভালোবাসাকে বোঝাতে বোঝায়, দুনিয়ার উপর আখিরাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া। ফলে এ দুনিয়ার অব্যাহত জীবন-যাপন করা পছন্দ করবে না মরং দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবে।

ইমাম নববী (র) বলেন: রুহ কবজের সময় তাওবা কবুল হয় না। যাদের তাওবা কবুল হয় না, মৃত্যুর প্রতি তাদের অনীহা এবং যাদের তাওবা কবুল হয় মৃত্যুর প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। বান্দাহ তখনই বুঝতে পারে তার

পরিণতি কী হতে যাচ্ছে: উল্লেখিত হাদিসে মৃত্যুকে ভালোবাসা ও অপছন্দ করার তাৎপর্য এটি।

তামিম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ কোনো বান্দার ওপর সমুদ্র হলে বলেন, “হে মৃত্যু ফেরেশতা! অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার রুহকে আমার কাছে নিয়ে আস। আমি তাকে প্রশান্তি দেব। তার আমল আমার জন্য যথেষ্ট। আমি তাকে পরীক্ষা করেছি এবং আমি তার পুণ্যকর্মে তাকে নিষ্ঠাবান সেবকই পেয়েছি। তখন মৃত্যু ফেরেশতা তার কাছে আসে।” ফেরেশতা তখন নম্র না হয়। তাদের কাছে সুসংবাদমূলক ফলের শাখা ও ঝুল জাকরার থাকে। সকলকে একই ধরনের সুসংবাদ দিতে থাকেন। ফেরেশতার রুহ বের করার জন্য দু’সারি দাঁড়ায়। তাদের হাতে থাকে সুগন্ধিময় ফলের শাখা। ইবলিস তাদের প্রতি লক্ষ্য করে মাঝখানে হাত রেখে হাত-পা ছড়াতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, শয়তানের চেলা-চামচারা জিজ্ঞেস করে, “সর্দার! আপনার কী হয়েছে?” ইবলিস জবাব দেন, “তোরা কি দেখিস না, যে লোকটি আমার পরীক্ষায় সমান্য ও যথাযথ দেখা হয়েছে, তোরা যাকে ঠেকাতে পারিসনি।” তারা উত্তর দেয়, “আমরা তার আশপাশে পৌঁছে চেষ্টা করেছি। তা সত্ত্বেও সে নিষ্পাপ রয়েছে।”

আল্লাহ মু’মিন বান্দাকে ভালোবাসেন। তিনি তার প্রতি সদয় ও মেহেরবান। তিনি বান্দার ক্ষতি চান না। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ বলেছেন, “যে আমার অলী বা বন্ধুকে অপমান করে সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ হালাল ঘোষণা করে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন: আল্লাহ বলেন, যে আমার অলী বা বন্ধুকে অপমান করে সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে হালাল ঘোষণা করে। ফরয ইবাদাতের মাধ্যম ছাড়া বান্দাহ অন্য কোনো উপায়ে আমার নৈকট্য বেশি অর্জন করতে পারে না। তবে বান্দাহ নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। যার ফলে আমি তাকে ভালোবাসি। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দেই এবং দোআ করলে আমি তা কবুল করি। আমি তার রুহ হরণ করার ব্যাপারে যতবেশী ইতস্তত করি অন্য কোনো ব্যাপারে এত ইতস্তত করি না। সে মৃত্যুকে অপসন্দ করে আর আমি তার ক্ষতিকে অপছন্দ করি।

বুখারী শরীফে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একই হাদীসে কুদসীতে আরো একটু বেশি বর্ণনা আছে। আর তাহল, ‘তার জন্য মৃত্যু অবশ্যসত্তাবী।

যেহেতু সবাইকে মরতে হবে, সেজন্য মু’মিন বান্দাহকেও মরতে হবে। সে না মরলে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হবে কিভাবে? মু’মিন মরতে চায়

না বলেই আল্লাহ তার রূহ হরণের বিষয়ে ইতস্তত করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাকে মৃত্যু দেন। মৃত্যু না দিলে তার পুরস্কার দেয়া যাবে না এবং এটা তার জন্য ক্ষতি। আল্লাহ তার ক্ষতি চান না।

মৃত্যুকে ভালোবাসার একটি বাস্তব নজীর পেশ করছি। আবদুল্লাহ বিন ওমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক নেক লোক একদিকে কবরস্থান ও অন্যদিকে ময়লা-আবর্জনার স্তুপের মাঝামাঝি বসা ছিলেন। অন্য আরেক নেক লোক সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় বসে থাকা লোকটিকে বললেন, তোমার সামনে পৃথিবীর দুটো ভাগের বিদ্যমান। একটি হলো মানুষের ভাগের যা কবর ধারণ করে আছে। অপরটি হল, ধন-সম্পদের ভাগের যা এ স্থানে আবর্জনার আকারে পড়ে আছে। সম্পদের শেষ পরিণতি হলো আবর্জনা। শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ দুটো ভাগেরই যথেষ্ট।

তাফসীরে ইবনে কাসীর-সূরা আলে ইমরানের ১৯০ আয়াতের তাফসীরঃ

- وَالْأَرْضِ السَّمَوَاتِ خُلُقٍ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ

অর্থ: 'যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে।

(বই:ভালো মৃত্যুর উপার;লেখক:এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম)

ঠিকানাঘর

মৃত্যু শব্দটি সংক্ষিপ্তভাবে এই সংক্ষিপ্ত শব্দটিই দুনিয়ার বিশালতাকে চুকিয়ে দেয় ঝাড়ি-গাড়ি, সন্তান, মা-বাবা, প্রিয়জন-আত্মীয়স্বজন সবাইকে ছেড়ে পরোপারে পড়ি জমাতে হয় সেই পরোপারই আমাদের আসল গন্তব্য। দুনিয়া চুকিয়ে যখন মানুষ বিদায় নেয়, তার আবাসস্থল হয় কবর আশেপাশের কবরের মানুষগুলোই হয় তার সঙ্গী। আদরের সন্তানেরা তখন আপনার বা আমার সাথে যাবে না; যাবে না তিলেতিলে গড়া সম্পদগুলো যে সম্পদ জমাতে গিয়ে কিংবা অর্জন করতে গিয়ে আমরা আমাদের রবের দেওয়া ফরজ আহকাম সম্পর্কে গাফেল ছিলাম দুনিয়ায় প্রাচুর্যে মেতে ছিলাম একদিন আমাদের ধরণী ছেড়ে বিদায় নিতে হবে, সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম আল্লাহ এজন্য কেরআনে আগে থেকেই আমাদের সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিলেন, প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে, এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌছে যাও, এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্তুরই জেনে নেবে, অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্তুরই জেনে নেবে, কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে, তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে, অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে, এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

কবরস্থ হওয়ার পর আমাদের তিনটি প্রশ্ন করা হবে।

এক.তোমার রব কে?

দুই.তোমার দীন কি?

তিন.(নবীজি হযরত মুহাম্মদ সা.কে দেখিয়ে)ইনি কে?

খুব সহজ প্রশ্ন তাই না? তবে এ সহজ প্রশ্ন সেদিন পাহাড়সম কঠিন মনে হবে যদি না আমরা মৃত্যুর আগে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে না যায় প্রশ্নগুলো আমাদের জানা তবে সেদিন কোনে উত্তর দিতে পারবো না উত্তর দিতে না পারলে তার ফলস্বরূপ কি ভোগ করতে হবে? কবরের আজাব অতঃপর জাহান্নাম। আজাব সম্পর্কে নাই বা বলি! জাহান্নাম, সে তো আগুনের ঘনঘটা ঝথচ দুনিয়ার আগুনে হাতের আঙুলে অল্প আঁ লাগলে আমরা কষ্টে বিভোর হয়ে যায় ঝথচ জাহান্নামের আগুন আরো ৬৯গুণ বেশি কষ্টদায়ক হবে আল্লাহ আল-কেরআনে বলেছেন,

আর যদি তা না পার-অবশ্য তা তোমরা কখনও পারবে না, তাহলে সে দোষখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য (২০)

ইবনে কাসীর বলেন, এখানে পাথর দ্বারা কালো গন্ধক পাথর বোঝানো হয়েছে। গন্ধক দিয়ে আগুন জ্বালালে তার তাপ ভীষণ ও স্থায়ী হয়। আসমান যমীন সৃষ্টির সময়ই আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের জন্য তা সৃষ্টি করে প্রথম আসমানে রেখে দিয়েছেন। কোন কোন মুফাসসির বলেন, এখানে ঐ সমস্ত পাথর উদ্দেশ্য, যেগুলোর ইবাদাত করা হয়েছে। [ইবনে কাসীর]

আর জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, “তোমাদের এ আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ এক ভাগ দিয়ে শাস্তি দিলেই তো যথেষ্ট হতো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জাহান্নামের আগুন তোমাদের আগুনের তুলনায় উনসত্তর গুণ বেশী উত্তম। (২১)

এটুকু উপলব্ধি করার সময় আমাদের আছে? সময় না থাকলে এখুনি সময় বের করে নিই প্রস্তুতি নেওয়ার সময় এখুনিই সকল প্রকার ভালো কাজের মাধ্যমেই আমরা মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে পারি এমনদিন আসার পূর্বে; যেদিন চক্ষুজল পরিণত হবে রক্তে এবং দাঁতের মাড়ি পরিণত হবে জ্বলন্ত কয়লায় যেদিন প্রতিটি সূক্ষ্ম কাজের হিসেব নেওয়া হবে অথচ কত ছোটখাটো ব্যাপারকেই আমরা তুচ্ছ ভেবে ভুলে যায় আপাতদৃষ্টিতে দেখা না গেলেও কত ছোট ছোট গুনাহ করে ফেলি, যা গুনাহ বলেই মনে করি না এমন ছোট ছোট ব্যাপার গুলোও লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ তা'লা কোরআনে বলেছেন,

“ ছোট বড় সব কিছুই লিখিত আছে আছে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবকিছুই লিপিবদ্ধ ” (২২)

আমাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিটি কাজকর্ম লিখিত হচ্ছে; এই লিখিত কাগজ যেদিন পেশ করা হবে সেদিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি তো? এই প্রস্তুতিটাই কিন্তু মৃত্যুর পূর্বের প্রস্তুতি। এ প্রস্তুতি যার যত ভালো হবে, সে তত বেশি এগিয়ে থাকবে রবের দিদার লাভের ক্ষেত্রে।

তবে আমাদের কর্মকাণ্ড দেখে আবার আমরা যেন সেদিন জ্ঞানহারা হয়ে না যায়; এমন কাজকর্ম হতে যোজন-যোজন দূরে থাকা চাই সেদিন আমাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে আর খুলে দেওয়া হবে হাতের বাকশক্তি, চোখের বাকশক্তি,

কানের বাকশক্তি। প্রতিটি অঙ্গের বাকশক্তি খুলে দেওয়া হবে তারাই সাক্ষ্য দিবে সেদিন দুনিয়াতে এমন সব কাজ যেন আমরা না করি, যেদিন আমাদের নিজ অঙ্গসমূহই আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাড়াবে।

আল্লাহ বলেছেন, “আমরা আজ এদের মুখ মোহর করে দেব, এদের হাত কথা বলবে আমাদের সাথে এবং এদের পা সাক্ষ্য দেবে এদের কৃতকর্মের” (২৩)

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে ছিলাম। এমন সময় তিনি এমনভাবে হাসলেন যে, তার মাড়ির দাঁত দেখা গেল। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জানো আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দা তার প্রভুর সাথে যে ঝগড়া করবে তা নিয়ে হাসছি। সে বলবে, হে রব, আমাকে কি আপনি যুলুম থেকে নিরাপত্তা দেননি? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, তখন সে বলবে, আমি আমার বিরুদ্ধে নিজের ছাড়া অন্য কারও সাক্ষ্য গ্রহণ করবো না। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি নিজেই তোমার হিসেবের জন্য যথেষ্ট। আর সম্মানিত লেখকবৃন্দকে সাক্ষ্য বানাব। তারপর তার মুখের উপর মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার নির্দেশ দেয়া হবে। ফলে সেগুলো তাদের কাজের বিবরণ দিবে। তারপর তাদেরকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখন তারা বলবে, তোমাদের ধ্বংস হোক, তোমাদের জন্যই তো আমি প্রতিরোধ করছিলাম (২৪)

আমাদের আসল গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য আমাদের প্রস্তুতি আজ কতটুকু? এখুনি প্রস্তুতি নিচ্ছি তো? নাকি কাল-পরশুর জন্য অপেক্ষা করছি? আদৌ কাল বেঁচে থাকবো তো আমি? কাল তো খুব দেরি! ২৪ঘন্টা ঘুরে কাল হবে আগামী ২৪সেকেন্ডেই মৃত্যু আমায় আপন করে নিবে না তার কি নিশ্চয়তা? আমাদের ঘর, আমাদের আবাসস্থল কিন্তু প্রথম ধাপে মাটাই হ্যাঁ! যে মাটির উপর আমরা জুতো ছাড়া হাঁটার কথা কল্পনা করিই না; যে মাটিতে আমরা দস্ত ভরে হাঁটি; সে মাটিতেই আমাদের আবাসন।

‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আসলেন, তখন আবু বকর ও বিলাল (রাঃ) জুরে আক্রান্ত হলেন। তিনি বলেনঃ আমি তাঁদের কাছে গেলাম এবং বললামঃ হে আব্বাজান!

আপনাকে কেমন লাগছে? হে বিলাল, আপনাকে কেমন লাগছে? আবু বকর (রাঃ)-এর অবস্থা ছিল, তিনি যখন জুরে আক্রান্ত হতেন তখন তিনি আওড়াতেনঃ

”সব মানুষ সুপ্রভাত ভোগ করে আপন পরিবার পরিজনের মধ্যে,
আর মৃত্যু অপেক্ষা করে তার জুতার ফিতার চেয়ে নিকটে।”(২৫)

একটি হাদিস

মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে গিয়ে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনটা ঠিক কেমন হতে পারে, তার একটি দৃশ্যমান চিত্র আমরা নিম্নোক্ত হাদিস হতে উপলব্ধি করতে পারি হাদিসটি বেশ কয়েকবার পড়লে অনুভব করা যায়, এ হাদিসের মর্মকথা স্নানকেই হয়তো একবার পড়ে বুঝতে পারবেন অনুভব করতে হলে এক-একটি লাইন পড়ুন এবং চোখ বন্ধ করে কল্পনা করতে থাকুন আপনার সাথেই এমনটি ঘটছে নিশ্চয়ই বুক শিয়রে উঠবে স্নানকোটারে জমতে থাকবে অশ্রু বিন্দু।

সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) (ফজর) সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ গত রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? (বর্ণনাকারী) বলেন, কেউ স্বপ্ন, দেখে থাকলে তিনি তা বিবৃত করতেন। তিনি তখন আল্লাহর মর্যাদা মুতাবিক তাবীর বলতেন। একদা আমাদেরকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কেউ কি কোন স্বপ্ন দেখেছে? আমরা বললাম, জী না। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ গত রাতে আমি দেখলাম, দু’জন লোক এসে আমার দু’হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। হঠাৎ দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া হাতে দাঁড়িয়ে। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন। আমাদের এক সাথী মুসা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দাঁড়ানো ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তির (এক পাশের) চোয়ালটা এমনভাবে আঁকড়া বদ্ধ করছিল যে, তা (চোয়াল বিদীর্ণ করে) মস্তকের পিছনের দিক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। অতঃপর অপর চোয়ালটিও আগের মত বিদীর্ণ করল। ততক্ষণে প্রথম চোয়ালটা জোড়া লেগে যাচ্ছিল। আঁকড়াধারী ব্যক্তি পুণরায় সেরূপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কী হচ্ছে? সাথীদ্বয় বললেন, (পরে বলা হবে এখন) চলুন। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম, তার মাথার নিকট পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে নিয়ে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই বিচূর্ণ মাথা আগের মত জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুণরায় মাথার উপরে পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটি কে? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা অগ্রসর হয়ে তন্দুরের ন্যায় এক গর্তের নিকট উপস্থিত হলাম। গর্তের উপরিভাগ ছিল সংকীর্ণ ও নীচের অংশ প্রশস্ত এবং এর তলদেশ হতে আগুন জ্বলছিল। আগুন গর্তের

মুখের নিকটবর্তী হলে সেখানের লোকগুলোও উপরে চলে আসে যেন তারা গর্ত হতে বের হয়ে যাবে। আগুন স্ফীণ হয়ে গেলে তারাও (তলদেশে) ফিরে যায়। গর্তের মধ্যে বহুসংখ্যক উলঙ্গ নারী-পুরুষ ছিল। জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা? তাঁরা বললেন, চলুন। আমরা চলতে চলতে একটি রক্ত প্রবাহিত নদীর কাছে হাযির হলাম। নদীর মাঝখানে এক ব্যক্তি দাঁড়ানো ছিল (ইমাম বুখারী (র.) বলেন) ইয়াযীদ ইব্ন হারুন ও ওহাব ইব্ন জারীর ইব্ন হাযিম (র.) বর্ণনায় **عَلَى شَتِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حَجَارَةٌ** রয়েছে। নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি যার সামনে ছিল পাথর। নদীর মাঝখানে লোকটি নদী হতে বের হয়ে আসার জন্য অগ্রসর হলেই তীরে দাঁড়ানো লোকটি সে ব্যক্তির মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করছিল, এতে সে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। এমনভাবে যতবার সে তীরে উঠে আসতে চেষ্টা করে, ততবার সে ব্যক্তি তার মুখ বরাবর পাথর নিক্ষেপ করে পূর্বস্থানে ফিরে যেতে বাধ্য করে। আমি জানতে চাইলাম, এ ঘটনার কারণ কী? তাঁরা বললেন, চলতে থাকুন। আমরা চলতে চলতে একটি সবুজ বাগানে উপস্থিত হলাম। এতে একটি বড় গাছ ছিল। গাছটির গোড়ায় এক বৃদ্ধ ও বেশ কিছু বালক-বালিকা ছিল। হঠাৎ দেখি যে, গাছটির সন্নিহিতে জনৈক ব্যক্তি আগুন জ্বালাচ্ছে। সাথীদ্বয় আমাকে নিয়ে গাছে আরোহণ করে এমন একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন যার চেয়ে সুদৃশ্য বাড়ি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। বাড়িতে বহু সংখ্যক বৃদ্ধ, যুবক, নারী এবং বালক-বালিকা ছিল। অতঃপর তাঁরা আমাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে গাছে আরো উপরে আরোহণ করে অপর একটি বাড়িতে প্রবেশ করালেন। এটা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুদৃশ্য ও মনোরম। বাড়িটিতে ছিল কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। আমি বললাম, আজ রাতে আপনারা আমাকে (বহুদূর পর্যন্ত) ভ্রমণ করালেন। এবার বলুন, যা দেখলাম তার তাৎপর্য কী? তাঁরা বললেন, না, আপনি যে ব্যক্তির চোয়াল বিদীর্ণ করার দৃশ্য দেখলেন সে মিথ্যাবাদী; মিথ্যা কথা বলে বেড়াতো, তার বিবৃত মিথ্যা বর্ণনা ক্রমাগত বর্ণিত হয়ে দূর দূরান্তে পৌছে যেতো। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সঙ্গে এ ব্যবহার করা হবে। আপনি যার মাথা পূর্ণ করতে দেখলেন, সে এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআনের শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায় সে কুরআন হতে বিরত হয়ে নিদ্রা যেতো এবং দিনের বেলায় কুরআন অনুযায়ী ‘আমল করতো না। তার সাথে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এইরূপই করা হবে। গর্তের মধ্যে যাদেরকে আপনি দেখলেন, তারা ব্যভিচারী। (রক্ত প্রবাহিত) নদীতে আপনি যাকে দেখলেন, সে সুদ খোর। গাছের গোড়ায় যে বৃদ্ধ ছিলেন তিনি ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর চারপাশের বালক-বালিকারা মানুষের সন্তান। যিনি আগুন জ্বালাচ্ছিলেন তিনি হলেন, জাহান্নামের খাযিন-মালিক নামক ফেরেশতা। প্রথম যে বাড়িতে আপনি প্রবেশ করলেন তা সাধারণ মু’মিনদের বাসস্থান। আর এ বাড়িটি হলো শহীদগণের আবাস। আমি (হলাম) জিবরাঈল আর ইনি হলে মীকাইল। (এরপর জিবরাঈল আমাকে বললেন) আপনার মাথা উপরে উঠান। আমি উঠিয়ে মেঘমালার মত কিছু দেখলাম। তাঁরা বললেন, এটাই হলো আপনার আবাসস্থল। আমি বললাম, আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার আবাসস্থলে

প্রবেশ করি।তারা বললেন, এখনো আপনার আয়ু কিছু সময়ের জন্য রয়ে গেছে, যা এখনো পূর্ণ হয়নি।অবশিষ্ট সময় পূর্ণ হলে অবশ্যই আপনি স্থায়ী আবাসে চলে আসবেন। (২৬)

এতক্ষণে হয়তো অনেকের চোখ ভিজে গিয়েছে কারো হয়তো টলোমলো করছে চোখ তবে এমন দিন আসার পূর্বে নিজেকে সর্বোচ্চ প্রস্তুত করতে হবে যেন হাদিসে বর্ণিত ‘মুমিনদের বাসস্থান’ই হয় আমাদের বাসস্থান।

উপসংহার

প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে (২৭) যে স্বাদ তিক্ত হলেও সত্য। তিক্ত বলছি এজন্যই, প্রাণ বায়ু বের হওয়ার সময় খুবই যন্ত্রণা অনুভব হয় তবে এ স্বাদ আস্বাদনের আগে নিজেকে ঝালাই করে নিতে হবে কিভাবে ঝালাই করে নেওয়া যায়? নিজেকে প্রস্তুত করার মাধ্যমে। আল্লাহর দেওয়া সমস্ত হুকুম-আহকাম মেনে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ে, নবী-রাসুলের দেখানো পথে চলে নিজেকে প্রস্তুত করা যায় মৃত্যুর জন্য। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন সৎ সাহস রেখে বলতে পারি, হ্যাঁ! আমি এখুনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। মৃত্যুর কথা ভেবে যেন আনন্দিত হতে পারি; এইতো আমার ক্ষণস্থায়ী জীবন শেষ। আমার স্থায়ী জীবনে প্রবেশ দ্বারে যাচ্ছি। যে জীবন শেষ হওয়ার নয় যেখানে প্রবাহিত থাকবে ঝরণাধারা, সুমিষ্ট ঘ্রাণ, হাউজে কাওসার, জালাতি হরণ যেখানে দুঃখ-কষ্টের লেশ মাত্র থাকবে না কেউ বৃদ্ধ হবে না কখনো সেখানে থাকবে না কোন হিংসা বিদ্বেষ এজন্যই হয়তো আবু বকর রা. বলেছিলেন, মৃত্যুকে খুঁজো, জীবনকে পেয়ে যাবে। এই তো আমাদের আসল জীবনে। জীবনে প্রবপশ করার জন্যই তো জীবনের এত আয়োজন, এত প্রস্তুতি।

রেফারেন্স

১. সূরা ইমরান :১৪
- ২.(মুসলিম, হাদিস নং: ২৬৩১, তিরমিজি, হাদিস নং: ১৯১৪, মুসনাদ আহমদ, হাদিস নং: ১২০৮৯, ইবনু আবি শাইবা, হাদিস নং: ২৫৯৪৮)
৩. সূরা বাকারাহ:২৬১
- ৪.সূরা আসর
- ৫.সহিহ বুখারি,৬৪২২
- ৬.সহিহ বুখারি,৬৬৫৩
- ৭.সূরা নূর:৩০
- ৮.সূরা ফুরকান : ২৮
৯. সহিহ বুখারি,২১০
১০. (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস : ৪১৬৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬৬১)
- ১১.(জামে ১০৭৭, আত্ তারগিব ওয়াত তারহিব ৩৩৫৫, মুসান্নাফ ইবনু আবি শায়বা ৩৪৩১৯, শুআবুল ঈমান ১০২৪৮, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ৭৮৪৬, মিশকাত,৫১৭৪)
- ১২.(বুখারি ৬৬০, মুসলিম ১০৩১, নাসায়ী ৫৩৮০, তিরমিজি ২৩৯১, আহমাদ ৯৬৬৫, ইবনু হিব্বান ৪৪৮৬, ইরওয়া ৮৮৭, মিশকাত ৭০১)
- ১৩.(তিরমিজি ২৩৪৬, ইবনে মাজাহ ৪১৪১)
- ১৪.সূরা বনি ইসরাইল :৩০
- ১৫.সূরা জুমুআ : ৮
১৬. <https://www.jagone.ws/24.com/amp/820011>
- ১৭.(নাসাঈ)
- ১৮.বনী ইসরাইল ৭৯
- ১৯.মুযযাম্মিল ১-৪

২০.(বুখারী, মুসলিম)

২১.সূরা তাকাসুর

২২.সূরা বাকারাহ:২৪

২৩.[বুখারী ৩২৬৫, মুসলিম: ২৪৮৩]

২৪.সূরা আল কামার-৫২,৫৩

২৫.[মুসলিম: ২৯৬৯]

২৬.সহিহ বুখারী, হাদিস নং ১৩৮৬

সোর্স: আল হাদিস অ্যাপ

২৭.সূরা ইমরান: ১৮৫